13

দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 APR 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

পরীক্ষায় দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে পরীক্ষা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু অনাচার চালু হয়েছে। সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষই চায় এ ধরনের অনাচার বন্ধ হোক। এই লক্ষ্যে গৃহীত সব পদক্ষেপকেই তারা সমর্থন জানাবে। আনন্দের বিষয় সরকার ইতিমধ্যে এই লক্ষ্যে ব্যবস্থা নিয়েছে। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস অথবা নকল প্রবণতা দূর করতে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সদ্য সমাপ্ত এ বছরের এসএসসি পরীক্ষায় কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। কোথাও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। আবার কোথাও প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার গুজব ছড়িয়ে এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী জাল প্রশ্নপত্র বিক্রি করেছে। তার ওপর পরীক্ষার হলে নকল করার প্রথা তো এখন শিক্ষাঙ্গনের প্রায় প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ। নকল ছাড়া কোন পরীক্ষা যেন কল্পনাই করা যায় না। চলতি বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এইসব ঘটনা মোকাবিলা করতে গিয়ে কিছুটা বিব্রত হতে হয়েছে। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এখন থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস বা এ বিষয়ে গুজব ছড়াবার চেষ্টা হলে পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা দলকে সরাসরি গ্রেফতার করতে পারবে। পরীক্ষা চলাকালে সাদা পোশাকধারী পুলিশ প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে টহল দেবে। নকল সরবরাহকে কেন্দ্র করে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে ভাঙচুর অথবা অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হলে পরবর্তীকালে উক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দেয়া হবে। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষা শুরু হবার ২/৩ দিন আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে ফ্যাক্স ও ফোনের দোকানের ওপর সাদা পোশাকধারী পুলিশ ঘোরাফেরা করবে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হবে।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আমরা সমর্থন করি। বিশ্বের সমস্ত দেশ যখন শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত থেকে উন্নতর করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে তখন আমরা শিক্ষাঙ্গনের বিশৃংখলা নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবো, এ হতে পারে না। আধুনিক পৃথিবী বিশ্বাস করে শিক্ষাই উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই উন্নত এবং উন্নয়নশীল সব দেশই শিক্ষায় অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন দাবী আমরা করতে পারি না। প্রতি বছর পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় বিষয়টা খুব প্রকটভাবে চোখে পড়ে। নকল, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি ঘটনায় শিক্ষা ব্যবস্থার বিশৃংখলা প্রকাশ পায়। দেশে সুশৃংখল ও উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকলে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা কখনোই ঘটত না। তবে এই সব অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য একতরফাভাবে শুধু ছাত্র বা পরীক্ষার্থীদের দায়ী করা ঠিক হবে না। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদও একই কথা বলেছেন। নকল প্রবণতার জন্য শুধু ছাত্ররা দায়ী নয়, শিক্ষকরাও দায়ী বলে তিনি মন্তব্য করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন শিক্ষকরা যদি সঠিকভাবে ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন তাহলে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলো আপনিই হ্রাস পেত।

একটা উন্নয়নকামী জাতি হিসাবে শিক্ষায় আমাদের গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে। উন্নয়নের জন্য একটা উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য।